



50651 - যবে নারী কাযা রযোযা পালন করার আগহে গরুভবতী হয়ে গেছেন বধায় রযোযা রাখতে পারছে না

প্রশ্ন

হায়যেবে কারণে আমার স্ত্রীর ওপর গত রমযানবে কিছু রযোযার কাযা পালন করা বাকী আছে। সে এ রযোযাগুলোর কাযা পালন করার পূর্বে আগামী রমযান আসার আগহে গরুভবতী হয়ে গেছে। তার চকিৎসক মহলী ডাক্তার তাকে জানয়িছে যে, গরুভকালীন সমযে সে কিছুতেই রযোযা রাখতে পারবে না এবং দুধপান করানো কালীন সমযেও রযোযা না রাখতে পারার সম্ভাবনা রয়েছে— শারীরকিভাবে সে দুর্বল হওয়ার কারণে এবং গরুভস্থ ভ্রুণবে ওপর আশংকা থাকার কারণে। তাই সে এ দনিগুলোর রযোযা রাখতে পারবে না। এ দনিগুলোর রযোযার জন্য তার ককিরণীয়? এবং সে যদি আগামী রমযানবে রযোযাগুলো পরবর্তী রমযান আসার আগে না রাখতে পারে সকেষতেরেও তার করণীয় ককি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললীলাহ।

যে ব্যক্ত শরয়িত স্বীকৃত কোন ওজরবে কারণে রমযানবে রযোযা ভঙেগছে আল্লাহ তাকে পরবর্তী রমযান আসার আগ পর্যন্ত রমযানবে রযোযা কাযা পালন করার সুযোগ দয়িছেন। তবে, বলিম্ব করার এ সুযোগ পেয়ে কেটে যবে কাযা পালনকে মূলতব করার প্রতিপ্ররোচতি না হয়। কনেনা হতে পারে এমন কোন প্রয়য়োজন বা এমন কোন পরবির্তন ঘটবে যার ফলে তার পক্ষে কাযা পালন করা কঠনি হয়ে যাবে কথিবা সে পালন করতে পারবে না। বশিষেতঃ নারীদবে ক্ষতেরে গরুভধারণ, হায়যেগরুস্ত হওয়া ও নফিসগরুস্ত হওয়ার বমিয় রয়েছে।

যদি কেটে কোন ওজর ছাড়া কাযা পালনে বলিম্ব করতে করতে সময় সংকীরণ হয়ে যায় এবং এক পরযায়ে শাবান মাস শেষে হয়ে যায়, কনিতু সে কাযা রযোযা পালন করতে না করে: তাহলে সে গুনাহগার হবে। আর যদি তার কোন ওজর থাকে তাহলে তার গুনাহ হবে না। উভয় অবস্থাতহে দ্বিতীয় রমযানবে পরে কাযা পালন করা তার ওপর আবশ্যক হবে। কোন কোন আলমে কাযা পালন করার সাথে প্রতিদিনবে বদলে একজন করে মসিকীন খাওয়ানো ওয়াজবি বলছেন। যদি তার সাধ্যে থাকে এবং সে তা করে তাহলে সেটাই হচ্ছে অধকি নরীাপদ। নচে শুধু কাযা রযোযা পালন করলেই চলবে।

আরও জানতে দেখুন: [26865](#) নং ও [21710](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:



যে ব্যক্তি কাযা রোযা পালনে এত বলিম্ব করছে যে, পরবর্তী রমযান চলে এসছে তার হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন: আলমেদরে প্রসদিধ মতানুযায়ী এক রমযানের কাযা রোযা পালনে পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করা জায়যে নয়। কনেনা আয়শো (রাঃ) বলছেন: “আমার ওপর রমযানের কাযা রোযা থাকত যগুলো আমি শাবান মাসে ছাড়া পালন করতে পারতাম না।” এটি প্রমাণ করে যে, দ্বিতীয় রমযানের পরে পালন করার কোন ছাড় নই। যদি কোন ওজর ছাড়া এমনটি করে তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং তার উপর ওয়াজবি হল দ্বিতীয় রমযানের পর অবলিম্ববে কাযা রোযা পালন করা। তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো কি আবশ্যিক হবে; নাকি হবে না— এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভেদে করছেন। সঠিক কথা হল: তার ওপর মসিকীন খাওয়ানো আবশ্যিক হবে না। কনেনা আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্য দিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।” [সূরা বাকারা, ২:১৮৫]

আল্লাহ তাআলা এখানে কাযা পালন ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজবি করেনি। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৭)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী গত বছর রমযান মাসে কিছু রোযা ভেঙেছে। অতঃপর শাবান মাসের শেষদিকে রোযাগুলোর কাযা পালন শুরু করেছে। এরমধ্যে তার হায়যে শুরু হয়ে গেছে এবং এ বছরের রমযান মাসও শুরু হয়ে গেছে। অথচ তার একটি রোযা কাযা পালন রয়েছে। এক্ষত্রে তার উপর কী কর্তব্য?

জবাবে তিনি বলেন: সে নারী এ বছরের রমযানের আগে যে রোযাটির কাযা পালন করতে পারেনি তার ওপর সে রোযাটির কাযা পালন করা ওয়াজবি। এ বছরের রমযান মাস শেষে হলে গত বছরের যে রোযা তার ছুটে গেছে সেটোর কাযা পালন করবে। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৫৮)]

শাইখকে আরও জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

এক নারী নফাসের কারণে রমযানের রোযা ভেঙেছে এবং দুধ পান করানোর কারণে কাযাও পালন করতে পারেনি। এরমধ্যে দ্বিতীয় রমযান শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার উপর কী ওয়াজবি?

জবাবে তিনি বলেন: এ নারীর ওপর ওয়াজবি হল যে দিনগুলোতে সে রোযা ভেঙেছে সেগুলোর বদলে রোযা রাখা। এমনকি সটো যদি দ্বিতীয় রমযানের পরে হয় তবুও। কনেনা সে বিশেষ ওজরের কারণে প্রথম রমযান ও দ্বিতীয় রমযানের মাঝে কাযা পালন করতে পারেনি। কিন্তু যদি শীতকালে কাযা পালন করা তার জন্য কষ্টকর না হয়, সটো একদিন বাদ দিয়ে একদিন হলেও— তাহলে সটোই তার উপর অনবির্ষ। এমনকি সে যদি দুধ পান করায় তবুও। তার উচিত রমযানের যে রোযাগুলো ছুটে গেছে দ্বিতীয় রমযান আসার আগাই সেগুলোর কাযা পালন করা। যদি সে না পারে তাহলে দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বলিম্ব



করলেও কোন অসুবিধা নহে।[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১৯/প্রশ্ন-৩৬০)]

সারকথা হল: এ দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনার স্ত্রীর দায়ত্বে থাকা ঋণ। যখনই তার সক্ষমতা হবে তখনই সগেলোর কাযা পালন করা অনবির্ঘ্য।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।